দৈনিক খবর

তারিখ 19 OCT 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ

চ্যালেঞ্জ করে কাল আদালতে মামলা করা হচ্ছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ '৯০ এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ছাত্র-শিক্ষক নেতৃবৃন্দ মামলা দায়ের করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছে। আগামীকাল শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করা হবে।

সূত্র জানায়, এ মামলার বাদী হিসেবে থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সিন্ডিকেট সদস্য আনোয়ার হোসেন, ডাকসুর জিএস খায়রুল

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

27

চ্যালেঞ্জ করে কাল আদালতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কবীর খোকন, সিনেট সদস্য ফজলুল হক মিলন, নাজমুল হক প্রধান ও আফজাল হোসেন। পরিচালনায় থাকবেন প্রখ্যাত আইনজীবী ডঃ কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, রফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া ও জুলমত আলী। মামলার বাদী ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এর বাইরেও অনেকে থাকতে পারেন।

এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপাচার্য মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ '৯০ গঠনের ব্যাপারে একজন উপাচার্য জড়িত রয়েছেন বলে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ ব্যাপারে তিনি জড়িত কিনা জানতে চাইলে উপাচার্য মনিরুজ্জামান বলেন, এটা আমারও প্রশ্ন। আমরা উপাচার্য ফোরামের সভা করে ঐ সভার মাধ্যমেই 'শক্তিশালী উপাচার্য' সম্পর্কিত সংবাদ সম্পর্কে ঐ সংবাদপত্রের কাছে তা জানতে চাইবো। ছাত্র নেতৃবৃন্দ অধ্যাদেশ '৯০ নিয়ে গড়ে উঠা ছাত্র আন্দোলনের সাথে উপাচার্য একমত কিনা জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, এ ব্যাপারে ছাত্র আন্দোলনের সাথে আমি একমত। তিনি বলেন, এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ন হবে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ আগামী ২২শে অক্টোবর ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি ও প্রশাসনের সকলকে যোগ দেয়ার আহবান জানিয়েছেন। তারা বলেন, সকলের যৌথ উদ্যোগেই এই অধ্যাদেশকে প্রতিহত করা হবে।

গত বুধবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় এই অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে এতে কোন প্রস্তাব আসেনি। এই সভা আগামীকাল শনিবার বিকেল ৪টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হয়েছে। এই সভায় সিন্ডিকেট অধ্যাদেশ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিক্ষক সমিতির নির্বাহী কমিটির এক সভায় অধ্যাদেশের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর আগে গত বুধবার ২৫ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে শিক্ষক সমিতির নির্বাহী কমিটির কাছে সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করার আহবান জানিয়েছিল। আজ শুক্রবার বিকেলে এই সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সভায় অধ্যাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনার পর এই অধ্যাদেশ সম্পর্কে মতামত জানানো হবে।